যায়যায়দিন

তারিখ JUL. 27 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২ (৪৩)

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের সমাবেশে অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া

বিরোধী দলের সঙ্গে গোপন আঁতাত করেছেন অর্থমন্ত্রী ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

যাযাদি রিপোর্ট

সরকারকে বিপদে ফেলতে বিরোধী দলের সঙ্গে গোপন আঁতাত করছেন অর্থমন্ত্রী ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী। এ কারণেই শিক্ষকদের দাবি মানছে না সরকার। মুক্তাঙ্গনে গতকাল বুধবার শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট আয়োজিত সমাবেশে এ কথা বলেন জোটের সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া। চাকরি জাতীয়করণসহ ১০ দফা দাবিতে শিক্ষা ভবন ঘেরাওয়ের লক্ষ্যে এ সমাবেশের আয়োজন করে ঐক্যজোট। শতভাগ বেতন-ভাতার দাবিতে সারা দেশেই গতকাল বিক্ষোভ করেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা। দিনের প্রথম ভাগে রাজধানীর মুক্তাঙ্গন-প্রেস ক্লাব-দোয়েল চত্বর শিক্ষকদের ঘেরাও, মিছিল, সমাবেশ এবং পুলিশের সরব উপস্থিতিতে সরগরম।

সরকারের প্রতি নিঃশর্তভাবে শিক্ষকদের দাবি মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়ে মুক্তাঙ্গনে সমাবেশে অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া বলেন, সাধারণ শিক্ষকদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে সরকারি কলেজ থেকে প্রেষণে শিক্ষা ভবনে নিয়োগপ্রাপ্ত দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা। সমাবেশ শেষে তারা শিক্ষা ভবন ঘেরাও করতে গেলে পল্টন মোড়ে পুলিশ তাদের আটকে দেয়। এদিকে নতুন আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রফেসর এম শরীফুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন অংশ।

কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ২৭ জুলাই দেশের সব জেলা ও ঢাকা মহানগরীর রাজপথে সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচি, ২৯ থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত বিভাগীয় গণসংযোগ এবং ২ আগস্ট ঢাকায় মহাঅবস্থান ও প্রয়োজনে সেখান থেকে আমরণ অনশন। রাজধানীর ইস্পাহানী স্কুলে গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করে শরীফুল ইসলাম বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পরও আলোচনার ব্যবস্থা করতে শিক্ষামন্ত্রী ব্যর্থ হয়েছেন। তাই তাদের পক্ষ থেকে আগামী ৩০ জুলাই মন্ত্রীকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে ঐক্যজোটের অন্য নেতাদের মধ্যে অধ্যক্ষ ইসহাক হোসেন, অধ্যক্ষ রফিকা আফরোজ, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর খান, আলহাজ নজরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ হারুনুর রশীদ পাঠান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মুক্তাঙ্গনে আরেক সমাবেশে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (জয়নুল) নেতারা বলেন, আগামী ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে দাবি মানা না হলে মহাসমাবেশসহ আমরণ অনশন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। সমিতির সভাপতি আলহাজ সাখাওয়াত হোসেন মল্লিকের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মহাসচিব মোহাম্মদ আলী, সহ-সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন ভূঁইয়া, গোলাম হোসেন সোহেল, হাজিদুল কবির আজাদ, সাজেদা বেগম, মেহেরুন্নেছা প্রমুখ।

মুক্তাঙ্গনে অনুষ্ঠিত আরেক সমাবেশ থেকে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির নেতারও আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচির হুমকি দিয়েছেন। আ ক ম রশীদ আহম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমিতির নেতা এসএম আলী আশরাফ কবির, আলহাজ নজরুল ইসলাম, জুলফা মুহম্মদ, একেএম আবুল বাসার, আবদুল কুদ্দুস, মমতাজ খানম প্রমুখ।

একশ' ভাগ বেতন-ভাতার দাবিতে দেশের কয়েকটি জেলায় মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেছে বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ। পরিষদের মহাসচিব আবদুস সালাম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল জানানো হয়- গাজীপুর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা, দিনাজপুর, কুমিল্লা ও নরসিংদী জেলার বিভিন্ন মহাসড়কে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। এ পরিষদ আগামী ৪ আগস্ট ঢাকায় মহাসমাবেশ আয়োজনের সিদ্ধান্তও নিয়েছে।